পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 24 ❑ Sept., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যেম হাসপাতাল থেকে মিলছে না পরিষেবা, ক্ষুব্ধ রোগির পরিজনেরা

জয় চক্রবর্তী ঃ বিনা পয়সায় গরিব মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। প্রায় দেড় মাস ধরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল থেকে সেই প্রকল্পের সুবিধা না পেয়ে ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজনেরা। তারা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে রোগী নিয়ে এসে ওষুধপত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাইরে থেকে করার ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। সমস্যায় পড়ছেন । দ্রুত পরিষেবা চালুর দাবীতে সোচ্চার

হয়েছেন বনগাঁর বাসিন্দারা। অভিযোগ, এই সুযোগে কিছু দালাল রোগী নিয়ে বিভিন্ন নার্সিংহোমে ভর্তি করে মোটা মুনাফা করছে। বাগদার বৈকোলা থেকে দিন সাতেক আগে দাদাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন মণিকা মৃধা। তিনি বলেন, দাদার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর বিষয়ে কিছু বলেনি। বাইরে থেকে ওষুধ কিনে রিপোর্ট করে এখন পর্যন্ত কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। আমরা গরীব মানুষ, খুব অসুবিধায় পড়েছি। দ্রুত স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিষেবা চালু হওয়া উচিত।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গরিব মানুষ যারা হাসপাতালে ভর্তি হন এবং যাদের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে। তাদের যদি বাইরে থেকে ওষুধ এবং বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় সেই টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহন করে। কিন্তু গত কয়েক মাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা না থাকায় তারা রোগীদের সেই পরিষেবা দিতে পারছেন না। ফলে সমস্যায় পড়েছেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সাধারণ গরিব মানুষ। বনগাঁ হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঢল বলেন, "হাসপাতালের তহবিলে অর্থ না থাকায় রাজ্য সরকারের কাছে বকেয়া পড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে।" বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে মুখে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে মানুষ এই কার্ডের সুবিধা পাচ্ছে না। আমরা জানতে পেরেছি এক কোটি টাকা বাকি পড়ে গিয়েছে। সুপারকে বলেছি বিষয়টির ব্যবস্থা নিতে।"

বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, "আমরা হাসপাতাল সুপারকে জানিয়েছি। আপাতত কিছুদিনের জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা রোগীদের পৌরসভার স্বাস্থ্য দীপে পাঠান। আমরা বিনা পয়সায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আমাদের যা যা ব্যবস্থা আছে সবটাই করব। পরে হাসপাতালে ফান্ড আসলে আমাদের টাকা দিয়ে দিলেই হবে।" এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "তহবিলের সমস্যা যদি হয়ে থাকে স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত তহবিলের ব্যবস্থা করে সমস্যা মেটানো হবে।"

গোবরডাঙ্গায় সেবা সমিতির সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক

সঞ্জিত সাহা ঃ প্রতিমাসের মতো আগস্টের শেষ শনিবারও গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মার্স সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল মাসিক সাহিত্য সভা।

শুরুতেই স্বাধীনতার মাস, বিপ্লবের মাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহিদ বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এবং জন্ম মাসে অকাল প্রয়াত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও নোবেলজয়ী মানব সেবিকা মাদার টেরেসার প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার সহ উপস্থিত কবি সাহিত্যিকগণ।

স্বাগত ভাষণে গোবিন্দবাবু উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মাসিক সাহিত্যসভা সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। দেশ বরেণ্য তিন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা।

লিপিকা দত্ত, তাপস দত্ত ও মীনা দত্তের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভা ও কবি সম্মেলনের সূচনা হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কবি ও সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও রচনা পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানে পলাশ মণ্ডল, রুমা সাহা, সাধনা মজুমদার, বাসুদেব বিশ্বাস, তন্দ্রা বিশ্বাসের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি, বিজয় কৃষ্ণ রায় ও কালিপদ নাথের ছড়া, সঞ্চিতা চৌধুরীর সংগীত এবং সমীর চট্টোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

সেবা ফার্মার্স সমিতির পক্ষ থেকে এদিন প্রবীণ শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিককে পুস্পস্তবক, উত্তরীয়, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি, মানপত্র ও নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবক গৌতম মিস্ত্রী। সংবর্ধিত শিক্ষক-সাংবাদিক নীরেশ বাবু তাঁর বক্তব্যে সেবা সমিতির এই মাসিক সাহিত্য সভা সহ সেবামূলক বিভিন্ন কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রী ভৌমিক বলেন, মাসিক এই সাহিত্য সভা জেলার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিকগণের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তিনি সমিতির সম্পাদক গোবিন্দবাবুকে এই সভা সাহিত্য ও সুস্থ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে মাসিক এই সাহিত্য সভাকে অটুট রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে নীরেশবাবুর কণ্ঠে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রিয়তম কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত ও পাঁচুগোপাল হাজরা পরিচালিত সেবা সমিতি আয়োজিত এদিনের ৩৩ তম সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এবার বন্ধ হতে পারে ফ্রী'তে রেশন! বিস্তারিত জানুন

প্রতিনিধি, কলকাতা : একেবারে মহামারী শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গোটা দেশের মানুষের স্বার্থে কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগে চালু রয়েছে বিনা মূল্যে রেশন(RATION) ব্যবস্থা। অর্থাৎ গ্যাঁটের কড়ি অর্থাৎ পয়সা না খসিয়েই রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশের মানুষ বিগত কয়েক বছর ধরে রেশন থেকে বিনামূল্যে পাচ্ছেন চাল- গম- আটা ইত্যাদি। কিন্তু এবার বুঝি ফ্রী (FREE) তে খাদ্য দ্রব্য পাওয়ায় ক্ষেত্রে ইতি টানতে চলেছে সরকার। ফলে এবার থেকে সরকারি ভাবে বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট মূল্য দিয়েই রেশন থেকে চাল- গম- আটার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য তুলতে হবে দেশের প্রতিটি গ্রাহককে।

সম্প্রতি এ বিষয়ে সরকারি তরফে সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এক প্রস্থ আলাপ আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে যে কথাটি না বললেই নয়, এতোদিন অর্থাৎ গত দু বছর যাবৎ রাজ্যের (WB GOVT) মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় একধাপ এগিয়ে এ রাজ্যের সরকার খাদ্য সাথী (KHADYA SATHI) প্রকল্পের আওতায় ফ্রি-তে রেশন ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু সরকারের পারকথারও একটা সীমা রয়েছে। সেই দিকে বিশেষ নজর দিয়ে এবার গ্রাহকদের জন্য স্বল্প মূল্যে রেশন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে দেশের প্রতিটি রাজ্যের সরকার। এ বিষয়ে খাদ্য দফতরের এক আধিকারিকের কথা অনুযায়ী বিশেষ সুত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে রেশন পাবেন গ্রাহকরা। কিন্তু আগামী মাস অর্থাৎ আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে গ্রাহকদের প্রতি কেজি চালের জন্য ৩ টাকা এবং প্রতি কেজি গমের জন্য ২ টাকা করে দিতে হবে।

তৃতীয় পাতায়...

১০০ দিনের প্রকল্পের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রামবাসীর

প্রতিনিধি ঃ ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল বাগদা ব্লকের রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আউলডাঙ্গা গ্রামে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল আউলডাঙ্গা গ্রামে যান ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে। সেখানে প্রতিনিধি দলের সামনে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন একশ দিনের প্রকল্পে তারা কাজ করেছেন কিন্তু টাকা-পয়সা কিছু পাচ্ছেন না। বিজয় বিশ্বাস নামে এক গ্রামবাসী প্রতিনিধি দলের কাছে বলেন, "তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু টাকা পাননি। যারা কাজ করেনি তাদের জব কার্ড নিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ৫০০ টাকা করে দেওয়ার বিনিময়ে।এই প্রকল্পের কাজে এখানে লুটপাট চালানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের এক সদস্য গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেন "আমি এই সমস্ত প্রকল্পের কাজ এখানে দেখতে এসেছি আপনার নিশ্চিত থাকুন। পরবর্তী সময়ে আপনারা নিশ্চয়ই টাকা পাবেন। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ২৪ ❐ ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

বনসৃজন কর্মসূচী সার্থক হোক

প্রতিবছর জুলাই-আগষ্ট মাসে সারা রাজ্যে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। এসময় সপ্তাহব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামে ও শহরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত হয়। পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে এবং মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী জগতের একান্ত আবশ্যকীয় অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমানে যোগানের নিমিত্ত বনসৃজনের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানের অতিমারী করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে কারণে দেশের সকল সচেতন মানুষেরই একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত ১টি গাছ কাটার পূর্বে একাধিক গাছের চারা লাগানো। কারণ একটি গাছ আজ আর একটি প্রাণ নয়; একটি গাছ এখন অনেক প্রাণ। তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য আমাদের সকলের প্রচুর গাছ লাগানো এখান্ত কর্তব্য। কিন্তু শুধু গাছ লাগালেই চলবে না। প্রতিটি বৃক্ষচারাকে পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে হবে। মানব শিশুকে যেমন তার মা ও অভিভাবকগণ সযত্নে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন, তেমনি বৃক্ষশিশুগুলোকে প্রয়োজনমতো জলদান করে ও আগাছা পরিস্কার করে বড় করে তুলতে হবে। তবেই বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজন কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করবে। অথচ প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সরকারি উদ্যোগে লাগানো বৃক্ষচারাগুলি অযত্নে- অবহেলায় প্রাণ হারায়। যা মোটেই কাম্য নয়।

বিষয়- বিজ্ঞান

কাঁচের বাল্ব যখন রাতকে দিন করল

অজয় মজুমদার

'স্যার হাম ফ্রি ডেভি' বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করেন ১৮০৭ সালে। কিছুটা ব্যবধানে রাখা দু'খন্ড চারকোলকে অতি শক্তিশালী ব্যাটারির দুই মেরু প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি তীব্র আলোক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

১৮৭৬ সালে রাশিয়ান যন্ত্রবিদ 'জ্যাবলোচ্ফ্র ' এই আর্ক ল্যাম্পের উন্নতি বিধান করেন বটে, তবে আলোক সৃষ্টির এই মাধ্যম তখনও ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। ১৮৭৯ সালে সফল বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন এডিশন, তড়িৎ এর সাহায্যে আলোক সৃষ্টির পথ সর্বপ্রথম সুগম করে দেন। এডিশন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি যন্ত্রবিদ। তাঁর নাটকীয় বৈচির্ত্র্যময় জীবন- কাহিনী সবারই জানা। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এডিশন ছিলেন বৈদ্যুতিক বাতির জনক। বিজলী বাতির ক্ষেত্রে এতদিন কি কি গবেষণা হয়েছে, কতটা অগ্রসর হয়েছে— এডিসন তা জানতেন।

১৮৭৬ সালে এডিশন আমেরিকার নিউজার্সির মেনলো পার্ক নামে এক শহরে চলে আসেন। সেখানে তৈরি করেন নিজের বাড়ি এবং সুন্দর একটি ল্যাবরেটরী। তারপর সেই ল্যাবটরীতে বসে বছরের পর বছর ধরে বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনের কাজে লেগে থাকেন।

এডিশনের জানা ছিল যে বৈদ্যুতিক রোধ থেকেই সৃষ্টি হয় আলো। আর আলো সৃষ্টির সময় তাপের উদ্ভব হয়। কোন পরিবাহী তড়িৎ প্রবাহের পথে যে বাধা সৃষ্টি করে, তাকেই বলা হয় পরিবাহীর রোধ। এডিশন স্থির করলেন যে, রোধটিকে এমন ব্যবধানে সাবধানে রাখতে হবে, যাতে করে সেটা পুড়ে না যায়। তাই খুব সরু তারের একটি বর্তনী তিনি তৈরি করলেন। সেই বর্তনীর রোধ খুব বেশি। ওই সরু তার কুন্ডলি হল ফিলামেন্ট। তড়িৎপ্রবাহ চালনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে জ্বলতে লাগলো। পাওয়া গেল উজ্জ্বল আলো। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সেটা ছিঁড়ে গেল। আর আলো পাওয়া গেল না।

এডিশন তারপর স্থির করলেন যে বায়ুশূন্য স্থানে ফিলামেন্টটি জ্বালবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কাঁচের গোলক তৈরি করলেন। তার মধ্যে রাখলেন প্লাটিনামের ফিলামেন্ট। কাঁচ গোলকের মধ্য থেকে পাম্প করে বাতাস বের করে নিয়ে বর্তনীর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিলামেন্ট আলো জ্বলতে লাগলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিলামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে আলো নিভে গেল।

এডিশন তখন বুঝলেন যে, তিনি ঠিক পথেই চলেছেন। সমস্যাটা কেবল ফিলামেন্ট তৈরির উপযুক্ত উপাদান খুঁজে পাওয়া। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এডিশন তখন থেকে একে একে নানা ধাতুর তার, বাঁশের তন্তু, এমনকি মানুষের মাথার চুল পর্যন্ত নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। ধাতু বাদে আর সব জিনিসে কার্বনের প্রলেপ লাগিয়ে ফিলামেন্ট হিসাবে ব্যবহার করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: সেই সব ফিলামেন্ট এতই ভঙ্গুর হল যে তা দিয়ে কাজ চালানো কঠিন হয়ে উঠল।

বাল্বের ফিলামেন্টের উপযুক্ত উপাদান খুঁজে বের করার জন্য এডিশন অনেক অর্থ ব্যয় করলেন এবং অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করলেন। অবশেষে তিনি তুলো থেকে তৈরি সুতোকে বিশেষ উপায়ে পুড়িয়ে অঙ্গারীভূত করে তাই দিয়ে ফিলামে ন্ট তৈরি করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলেন। বিশেষভাবে প্রস্তুত সেই ফিলামেন্ট সহজে ছিঁড়ল না। একটানা ৪৫ ঘন্টা ধরে জ্বললো।

১৮৭৯ সালে ' নিউইয়র্ক হেরাল্ড ' পত্রিকায় বেশ ফলাও করে এডিশনের সাফল্যের কাহিনী প্রকাশিত হলো। সংবাদের শিরোনামে লেখা হলো— "পৃথিবীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। বৈদ্যুতিক আলোর জন্ম। কাচের বাল্ব রাতকে দিনের মতো আলোকিত করছে। "এ সংবাদ জনগণের মধ্যে রীতিমতো সাড়া জাগালো। কেউ বিশ্বাস করলো, কেউবা করলো না।

এডিসন তখন ঘোষণা করলেন যে, নববর্ষ উপলক্ষে মেনলো পার্কে তিনি একটি উৎসবের আয়োজন করেছেন। যে কেউ ইচ্ছা করলে সেই উৎসবে যোগ দিতে পারেন। ৩০০০ মানুষ সেই উৎসবে সে দিন যোগ দিলেন। ৫০০ পাওয়ারের অনেকগুলো বাল্ব জ্বালিয়ে উৎসবের স্থান আলোকিত করলেন এডিশন। তাই দেখে জনতা বিস্ময়ে অভিভূত হলো। কেউ কেউ বা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। এমন তাজ্জব ব্যাপার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

এডিসন ছিলেন দক্ষ কারিগর ও পাকা ব্যবসাদার। তিনি বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত হলেন না, অর্ডার সাপ্লাইও করতে লাগলেন।

স্বাধীনতা দিবস ও আরও কয়েকটি দিবসের কিছু কথা

নির্মল বিশ্বাস

আদিমকাল থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মহাকাশচারী জেটযুগের মানুষ ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই আধুনিকতার অভিমুখে এগিয়ে চলছে। তেমনই ভারতের স্বাধীনতা দিবসটিও গুটিগুটি পা-এ এই দিবসটি ৭৫ বছর পূর্ণ করলো। তেমনই রয়েছে আরও একটি দিবস, সেটি হল প্রজাতন্ত্র দিবস। স্বধীনতার ৭৫ বছর পর দেখছি সারা বিশ্বে এখন অসংখ্য দিবসের ছড়াছড়ি। কেন এতো দিবসের পালন? তাহলে এই দিবস-গুলিকে নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা যাক। আমাদের দেশ সত্যি কি এগিয়েছে?

এই ধরুন, ফ্রেন্ডসিপ ডে থেকে শুরু করে জল দিবস, আবার শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, নারী দিবস, আইসক্রিম দিবস। আবার চকলেট ডে থেকে ডায়াবেটিস দিবস। ভ্যালেন্টাইন দিবসের কথা আর নাই বা বললাম। ওই দিনটিতে লক্ষ লক্ষ ভালোবাসা কার্ড বিকিয়ে যায় সারা বিশ্বে। কোটি কোটি টাকার খেলা চলে। লক্ষ লক্ষ গাছ লোপাট হয়ে যায় একমাত্র ওই দিনটির জন্য ভালোবাসার কার্ড বানাতে। পরিবেশের অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারা বিশ্ব কত গাছ যে নির্মূল হয়ে কাটা পড়ে, সে হিসাব শুনলে একটু মন খারাপ হয়ে যায় বইকী। আবার, শিক্ষার মূল উপাদান বই-খাতা কাগজ। তাহলে সেসব আসবে কোথা থেকে? আপনি কি চাইবেন শিক্ষা জগৎটা নির্মূল হয়ে যাক। এই ক'দিন আগেই তো পরিবেশ দিবসটি পালিত হয়ে গেল। পরিবেশবিদরা এ ব্যাপারটা নিয়ে কখনও ভেবেছেন কি?

কিন্তু এখন সে কথা বলার সময় নয়। তাহলে আমাদের আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতেই হবে ওই ভালোবাসা দিনটির জন্য। অতএব, আপাতত তোলা থাক এই দিন দুটির কথা।

এই লেখাটি লিখবো বলে যেদিন ভেবেছি, সে দিনটাকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আজ গোটা বিশ্বের দিকে তাকালে এক ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখতে পাবো। নানান সামাজিক জটিলতায় ও টেনশনে দুনিয়ার এদিকে সেদিকে কত কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এই মধুমেহ দিনটিকে ছেড়ে যদি একটু এগিয়ে যাই তাহলে আরও অনেকগুলি দিবসের সন্ধান পাবো। সেসব দিবস বা দিন শুধু আনন্দের জন্য নয়, অনেক ভয়াবহতার সন্ধান দিচ্ছে এই বিশ্বকে।

যেমন, জল দিবস। জল দিবস এলেই জানা যায় সারা বিশ্ব আজ কত গভীর সঙ্কটের মুখে একটু পানীয় জলের জন্য। একদিকে জলাধার শুকিয়ে যাচ্ছ, অন্যদিকে জলাধার বা পুকুর বুজিয়ে বহুতল গজিয়ে উঠছে। এমন নানা সমস্যায় আজ জলের সঙ্কট গোটা বিশ্ব জুড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইথিওপিয়া। সুদূর থাইল্যান্ডের মতো আরও অনেক দেশ আছে যেখানে জলের জন্য মানুষকে কত মূল্য চোকাতে হয়। এমন কী আমাদের দেশের রাজস্থানেই তো গভীর হাহাকার-এর ছবি আমরা দেখতে পাই টিভির পর্দায়। এমন কী একটু পানীয় জলের জন্য নারী শরীর বিকোতেও দেখা গিয়েছে বিশ্বের কোথাও কোথাও। তাই সংবাদ মহলের আশঙ্কা আগামী দিনে একটু জলের জন্যই নাকি বিশ্ব যুদ্ধ হতে পারে।

জল দিবস থেকে শিশু দিবস। অন্যায়, অত্যাচার ও অনিয়মের স্রোতে ভেসে যাওয়া আমাদের এই দেশ যখন কন্যাভ্রূণ হত্যার মহোৎসবে মেতে ওঠে, তখন আর বিস্ময় জাগে না। দেশের উন্নয়নের বাজনা এই অবিচ্ছিন্ন অপরাধের সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় না। প্রতি বছর এদেশে কম করেও পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি কন্যাসন্তান মাতৃগর্ভে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গর্ভধারণের গর্ভধারিণী মা মূলত পারিবারিক বা অর্থনৈতিক চাপে এই খুন মেনে নেন, বলা ভালো, বাধ্য হয়েই মেনে নিতে বাধ্য হন।

আমাদের এইদেশ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। নারী-পুরুষের ভারসাম্য রক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বেমালুম উপেক্ষা করে এই হত্যালীলার ইন্ধন জোগায়। দেশের নানা নার্সিংহোম ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কন্যাভ্রূণ নির্ধারণের ব্যবসা রমরমিয়ে চলতে থাকে। অথচ সরকার আইন করেও তা বন্ধ করতে পারেনি। এই জঘণ্যতম অপরাধ বন্ধ করতে সরকার শুধু দিশেহারা নয়, পুরোপুরি ব্যর্থ। সেই ব্যর্থতা ঢাকতে 'পালনা' নামে একটা প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সরকারের অধীন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর আবেদন, 'আপনি আপনার কন্যা সন্তানকে খুন না করে বরং জন্মের পর সরকারকে দিয়ে দিন। সরকার তার দায়ভার নেবে।' এই নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, 'সরকারের নেওয়া এই দত্তক কন্যা সন্তানদের সামাজিক পরিচয় কী হবে।' প্রাণে বেঁচে যাওয়া কন্যাটির লেখাপড়া, কর্মসংস্থান ও সংসার জীবন কীভাবে বাস্তবায়িত হবে। সে ব্যাপারে সরকার কোনও স্পষ্ট রেখাচিত্র দিতে পারেনি। আমাদের ভয় হয়, একটি অবক্ষয়কে বন্ধ করতে গিয়ে আর একটি অবক্ষয়ের জন্ম হবে না তো!

আরও একটি দিবস। সেটি হল নারী দিবস। অথচ এই দিবসকে উপেক্ষা করে এতো সবের মধ্যে ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্র বা টিভির পর্দায় স্থান করে নিচ্ছে। সম্পর্কের বেড়াজালের ধার ধারছে না। কখনও বয়সের ফারাক চমকে দিচ্ছে এই সমাজকে। কিন্তু যেভাবে নিয়মিত এসব ঘটনা ঘটছে তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়।

অর্থ, নারী, সুরা বা মদের প্রতি একশ্রেণি মানুষের দুর্বলতা আদিকাল থেকেই। যুগ যত এগিয়েছে, এই দুর্বলতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে নারীদের প্রতি যৌন আক্রমণ বরাবরই ছিল। এখন অসম্ভব বাড়ার কারণ, প্রথমত, মেয়েরা কাজের জন্য রাস্তায় বেরিয়েছে। দ্বিতীয়ত, নারীরাই পুরুষের প্রতি যৌন আক্রমণ ঘটানোর সাহস দেখাচ্ছে। তৃতীয়ত, আঁটোসাটো ও খোলামেলা পোশাক। সংবাদ মাধ্যমও আগের তুলনায় আজকাল আরও শক্তিশালী হওয়ায় ঘটনাগুলি অনেক বেশি প্রকাশ্যে আসছে।

আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক রোগের প্রচলন আছে। সেই রোগটি হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গকে স্পর্শ করার লোভ। আর তা থেকেই যাবতীয় বিপত্তির সূচনা। বাঙালি তথা ভারতীয় নারীর সৌন্দর্যের ইতিহাস বিখ্যাত। নিম্নবিত্ত, সাধারণ ঘরেও নারীরূপের ঘাটতি নেই। কোনও জিমে না গেলেও তাদের দেহ সৌষ্ঠব যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তাছাড়া, কাজের সুবিধার জন্য শরীরের আঁটোসাটো পোশাক, যা দেখে অতি বড় শিক্ষিত পুরুষের মনেও চিত্ত চাঞ্চল্য জাগা স্বাভাবিক। অনেকে সেই রাশটা টেনে রাখতে পারলেও একদল পারছে না। তার ফলেই ঘটছে অঘটন। সমাধান সূত্র হিসাবে, প্রশাসনকে আরও শক্ত ও কঠোর হওয়ার প্রস্তাব। সত্যই সেটা একেবারেই হাস্যকর। তাহলে তো প্রত্যেক নারীর সঙ্গে একজন করে পুলিশ দিতেই হয়। তাহলে সমাধান সূত্র হিসাবে আপনার কী মত?

তেমনই একটি নির্দিষ্ট দিনও নির্ধারিত হয়েছে প্রবীণ দিবস বা বার্ধক্য দিবস রূপে। যাকে বলা হয় ওল্ড এজ ডে। প্রতি বছর পয়লা অক্টোবর দিনটিকে স্মরণ করা হয় প্রবীণ দিবস হিসাবে।

আমাদের সমাজের আনাচে কানাচে প্রায় প্রতিটি ঘরে রয়েছেন তাঁরা। আজ কেমন আছেন তাঁরা? দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় কিছু না কিছু তিক্ত যন্ত্রণার ছবি দেখতে পাই। আবার শুনতেও পাই, পুত্রের হাতে পিতার নিগ্রহ থেকে শুরু করে পুত্রবধূর দ্বারা স্বামীহীন শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেওয়ার মতো অজস্র ঘটনা যা প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে। কেউবা মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার কেউ এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আশ্রয়ের করুণা পেতে আদালতে যাচ্ছেন। আদালতের ধমক দিয়ে সন্তানকে শেখানো হচ্ছে, 'সন্তানের কি কর্তব্য বাবা-মায়ের প্রতি।' ছোটবেলায় পাঠ্য পুস্তকে পড়েছি, গুরুজনদের প্রতি সন্তানের কি কর্তব্য। সেই কাজে আজ আদালতকে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে।

যে সন্তানদের মানুষ করতে বাবা-মা অজস্র ত্যাগ ও অপমান নীরবে বয়ে বেড়িয়েছেন, ত্যাগ তিতিক্ষা সয়েছেন। সেই পুত্র কন্যার মাধ্যমে যখন তাঁরা গৃহহীন, লাঞ্ছনা, নিরাপত্তাহীন অসহনীয় জীবন কাটাতে বাধ্য হল, তখন বিবেকহীন সমাজেরই এক করুণ ছবি উঠে আসে আমাদের সামনে। সেই অবস্থাকে বদল করতে হলে আরও অনেক বেশি সহমর্মিতা ও সমবেদনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের ঘরে বাইরে আরও অনেক বেশি সচেতনার প্রয়োজন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সন্তান হিসাবে পিতা মাতার প্রতি অনেক কর্তব্য থাকে। যদি আমরা শক্ত সামর্থ শরীরে পিতা মাতাকে অপমান অবহেলা করি, তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরাই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবো। পিতা মাতার প্রতি যাঁরা এমন অমানবিক আচরণ করেন, তাঁরা বোধহয় ভাবেন না, তাঁদেরও একদিন বয়স বাড়বে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হবেন। সমাজের কাছে রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত, তাঁদের শিশু সন্তানেরা তো এমন অমানবিক আচরণ দেখতে দেখতে বড় হবে। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা কিংবা দাদু, দিদাদের অবহেলার ছবি দেখে নিজেদের বাবা মার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা জন্ম নেবে।

প্রতিশেষে এটাই বোঝা গেল— এতো সহজে এই সমাজ বদল হবার নয়। আমাদের অভিযান চলতেই থাকবে।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার

বিধায়কের উদ্যোগে আধার কার্ড তৈরি

নীরেশ ভৌমিক ঃ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ডাকঘরগুলির মাধ্যেমে আপামর জন সাধারনের আধার কার্ড তৈরির কাজ চলছে। সেখানে নাম নথিভূক্তি করার দীর্ঘদিন পর কার্ড তৈরির দিন তারিখ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে কার্ড তৈরি করতে গিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে নাজেহাল হতে হচ্ছে আমজনতাকে অথচ এখনও গ্রাম গঞ্জের বহু মানুষ আধার কার্ড করতে পারেননি। বাড়ির ছোটদের ও কার্ড তৈরি না হওয়ায় সমস্যায় তাদের অভিভাবকগণ।

এহেন পরিস্থিতিতে আধার কার্ড তৈরির সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া এলেকার দলীয় কার্যকতাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আধার কার্ড তৈরির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। কার্ড তৈরির খরচ নিজেই বহন করবেন বলে জানান। স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রণব সরকার, বিকাশ রায় ও বুথ সভাপতি বিনয় মজুমদারের উদ্যোগে ঢাকুরিয়া কালিবাড়ি এলাকায় শুরু হয় আধার কার্ড তৈরির কর্মসূচী। গত ১৮ আগষ্ট ছোটদের আধার কার্ড তৈরির কাজ শুরু হয়। বিনয় মজুমদার জানান, এখন থেকে সপ্তাহে প্রতি সোমবার দলের উদ্যেগে বিনা ব্যয়ে আধার কার্ড তৈরির কাজ চলবে। শিবিরে আধার সংযুক্তিকরণের কাজও চলছে বলে বিনয় বাবু আরোও জানান। এলাকায় আধার কার্ড তৈরির ব্যবস্থা হওয়ায় অতিশয় খুশি এলাকার সাধারন মানুষজন।

কবি জসীমউদ্দিনের কবিতা অবলম্বনে রমেশ ঘরামীর কবর

নীরেশ ভৌমিক ঃ পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের কালজয়ি কবিতা 'কবর' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র 'কবর' গত ২৬ আগষ্ট মুক্তি পেল বনগাঁর গোপালনগরের অশোক চিত্রম প্রেক্ষাগৃহে। বিশিষ্ট শিক্ষক ও অভিনেতা রমেশ ঘরামীর চিত্রনাট্য, সংলাপ ও নির্দেশনায় কবি জসিম উদ্দিনের মর্মস্পর্শী কবিতাটি বড় পর্দাতেই রূপ লাভ করে।

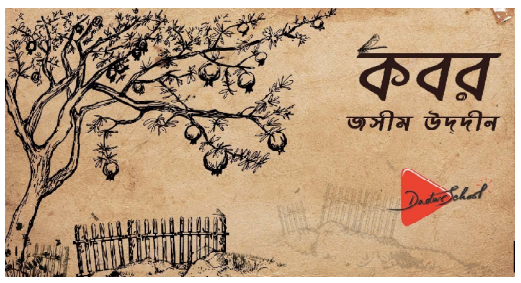

পূর্ণিমা ঘরামীর প্রযোজিত কবর ছায়া ছবিটিতে নতুন এবং তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। মুখ্য ভূমিকায় রমেশ ঘরামীর (দাদু) অনবদ্য অভিনয় দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। দাদুর অল্প বয়সের চরিত্রে সৌম্যজিৎ কুন্ডু চরিত্রানুযায়ি অভিনয় করেছেন, সুব্রত আচার্যের সংগীত পরিচালনায় অসিত বিশ্বাসের কন্ঠের গান দর্শক শ্রোতাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। শেখ ইব্রাহিমের সজ্জায় সমস্ত চিত্রগুলি পর্দাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সুব্রত আচার্যের ক্যামেরায় নদী-মাঠ-ক্ষেত সহ গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বড় পর্দায় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। পরিচালক রমেশ বাবু জানান, গোপালনগর থানার মোল্লাহাটি এলাকায় ছবিটির অধিকাংশ চিত্রগ্রহন হয়েছে দর্শকদের নিকট থেকে সাড়া পেলে আগামীদিনে এধরনের আরোও চলচ্চিত্র নির্মানের ইচ্ছে রয়েছে বলে নির্দেশক শ্রী ঘরমী আশা ব্যক্ত করেন।

ছবি সৌজন্যে গুগুল

নামযজ্ঞানুষ্ঠানে বহু ভক্তজনের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতো এবারও তিনদিন ব্যাপি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া বকচরা মোড় সংলগ্ন বিশ্বাস বাড়ির রাধাগোবিন্দ সেবা মন্দিরে। অন্যতম ভক্ত শিবশংকর বিশ্বাসের উদ্যোগে ১লা ভাদ্র বৃহষ্পতিবার অপরাহ্নে অধিবাস ও মঙ্গলঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরদিন প্রভাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিভাব তিথি উপলক্ষে সুসজ্জিত মন্দির অঙ্গনে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞানুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিবশংকর বাবু জানান, ৫টি নামি গানের দল নামগান পরিবেশন করে। বিভিন্ন এলেকা থেকে বহু ধর্মপ্রান মানুষজন নামগান শুনতে আসেন। সকলের জন্য ছিল প্রসাদের ব্যবস্থা। পরদিন নাম সংকীর্তন শেষে নগরকীর্তনে এলাকার বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে।

খাঁটুরা চিত্তপট এর রাখীবন্ধন, বৃক্ষরোপন ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিকঃ ১২ আগষ্ট গোবরডাঙার খাঁটুরা চিত্তপট সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে রাখী বন্ধন উৎসব। জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে রাখী বন্ধন উৎসেবের আয়োজন করে ছিলেন, তাকে স্মরণে রেখেই চিত্তপটের সদস্যগন এদিন নিজেরাই একে অপরের হাতে ভালোবাসার রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর সদস্যগণ গোবরডাঙা ষ্টেশন রোডে গিয়ে পথ চলতি মানুষজনের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। চিত্তপটের পরিচালক বিশিষ্ট

নাট্যাভিনেতা শুভাশিষ রায় চৌধুরী জানান, মানুষে মানুষে বিভেদ মুছে এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে যদি সমাজের সব শ্রেনির, জাতির বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে একতার সুরে বাঁধতে কিছু মাত্র সক্ষম হই, তাহলে বুঝবো আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে। এরপর ১৪ ও ১৫ আগষ্ট এক বর্ণাঢ্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেন চিত্তপটের সদস্যগণ।

১৫ আগষ্ট ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে সংস্থা প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার অভিভাবক প্রদীপ রায় চৌধুরী। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ১৪ আগষ্ট মঞ্চস্থ হয় চিত্তপট প্রযোজিত নতুন নাটক ষোলপাতা, নাটকটিতে শঙ্খদীপ রায় চৌধুরী ও সুরজিৎ হালদারের অনবদ্য অভিনয় সমবেত দর্শক মন্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসালাভ করে । সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, পৃথ্বীরাজ রায় চৌধুরীর কন্ঠে দেশাত্ববোধক গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে স্থানীয় বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের পড়ুয়ারা।

কচুয়া মোড়ে গ্রামীন চিকিৎসকদের সম্মেলন

সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ আগষ্ট অশোকনগরের কচুয়া মোড়ের জয় জয়ন্তী হলে অনুষ্ঠিত হয় রুরাল ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েটস্ ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থপেডিক সার্জেন ডাঃ একে আগরওয়াল। বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত শতাধিক গ্রামীন চিকিৎসক সভায় উপস্থিত হন। সংগঠনের সভাপতি দেবাশিস দত্ত , সাংগঠনিক সম্পাদক জীবন কৃষ্ণ রায় বলেন, কোয়াক বা গ্রামীন ডাক্তারগণ গ্রামে গঞ্জের প্রত্যন্ত এলেকায় সামান্য ফিস্ নিয়ে ও প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে অসহায় দরিদ্র রোগীদের সেবা করেন, সুস্থ্য করে তোলেন। তাই স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মতো তাঁরাও চিকিৎসকের মর্যাদার দাবি করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের নামের আগে ডাক্তার লেখার অনুমোদন দাবি করেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ও সরকারের নিকট। সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসকগণ, সমাজের নানা কুসংস্কার দূর করতে এবং নারী সমাজের সম্মান প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব মনতোষ বিশ্বাস (সম্পাদক), আব্দুল রফিক (কোষাধ্যক্ষ), সাহাবুল ইসলাম, চামেলী বিশ্বাস, মনিমালা মন্ডল ও নীহার রঞ্জন সাহা চৌধুরী প্রমুখ।

গৌরাঙ্গ অধ্যয়ন মিশনে মিলনোৎসব ও স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার মন্ডলপাড়ার শ্রীগৌরাঙ্গ মিশনের উদ্যোগে মিলন মেলা, স্বাস্থ্য শিবির ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হল ২১ আগষ্ট। চাঁদপাড়ার গৌরাঙ্গ বিহার নবনির্মিত কমিটি এবং ইসকনের ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত মিলন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মায়াপুর ইসকনের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক নিমাই দাস প্রভুসহ এলাকার বহু বিশিষ্ট জন। উৎসব কমিটির আহ্বায়ক মঞ্জু বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। এদিন সকালে বৈদিক স্তবের মাধ্যমে দিনভর আয়োজিত নানা কর্মসূচীর সূচনা হয়। শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্নে ভজন কীর্তন, ভাগবত পাঠ ও আলোচনা। এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মধ্যাহ্নে ছিল সকলের জন্য আহারের ব্যবস্থা। আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞ বহু চিকিৎসকগ। অধ্যয়ন মিশনের অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রঞ্জিত বিশ্বাস জানান, মায়াপুর ইসকন্ এর শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় ও যৌথ উদ্যোগে অধ্যয়ন মিশনে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

মছলন্দপুর ইমন মাইম এর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উৎসব (আজাদী কা অমৃত মহোৎসব) সারা দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে।

সারা দেশের সাথে মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের সদস্যগণ ও যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করেন জাতির স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব। ১৫আগষ্ট দেশের ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য প্রভাতে সকল সদস্যগণ সমবেত হন সংস্থার পদাতিক মঞ্চ প্রাঙ্গনে। সকালেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার প্রানপুরুষ ধীরাজ হাওলাদার। সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন উপস্থিত সকলে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে সদস্যগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন সদস্যরা। শিক্ষক আশিষ রায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী বিশিষ্ট বিপ্লবীদের ভূমিকা এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে ইমন মাইম সেন্টার আয়োজিত আজাদী কা অমৃত মহোৎসব সার্থকত লাভ করে।

এবার বন্ধ হতে পারে ফ্রী'তে রেশন!

প্রথমপাতার পর...

পাশাপাশি ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি মাসে রেশনে গ্রাহকদের ছোলা, তেল এবং লবণও দেওয়া হবে। তবে এই খাদ্যপন্যগুলি ধারাবাহিক ভাবে চালানো হবে কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি ওই আধিকারিক।

উল্লেখ্য, গত দুবছর যাবৎ মহামারীর কারণে রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশের অর্থনৈতিক হাল বেশ শোচনীয়। মহামারীর(PANDEMIC) কবলে পড়ে গোটা দেশে কাজ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ। ওই অবস্থায় কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারের যৌথ এবং মিলিত প্রয়াসে গত দু বছর রেশন থেকে বস্তা বস্তা চাল গম একেবারে বিনা মূল্যে পেয়েছেন গোটা দেশের মানুষ। উদ্ভুত পরিস্থিতি চলতি বছরের শুরু থেকে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হওয়ায় ধীরে ধীরে ভেঙে পড়া অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার পাশাপাশি কাজে যোগ দিতে শুরু করেছে মানুষ। স্বভাবতই বর্তমান সময়ে আর্থিক অনটন থেকে বেশ কিছুটা স্বাবলম্বী হয়েছেন গোটা দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যের মানুষও। ফলে রেশন ব্যবস্থায় নতুন এই নিয়মে মানুষ যে অস্বস্তি বোধ করবেন না তা এক প্রকার নিশ্চিত বলেই মত দিয়েছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। সরকারি এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তাদের স্পষ্ট যুক্তি, সরকারেরও পারকথা থাকতে হবে। কারণ, সরকার তো চলে সাধারণ মানুষের করের টাকায়। তাই অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে চাল -গমের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের খুব একটা অসুবিধা হবে না বলেই মত দিয়েছেন তারা।

বিজ্ঞাপনের জন্য
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
সার্বভৌম সমাচার

ত্রিশক্তি ট্যুর এণ্ড ট্রাভেলস্
সহযোগিতায় ঃ শিব সাধনা কালচারাল একাডেমী, শেওড়াফুলী, হুগলী
আরাকুসহ ভাইজাক
দর্শনীয় স্থান ঃ থ্রী হিলস, মেরিন হারবারস, লাইট হাউস,রামকৃষ্ণ বিচ, ভীমিলি বিচ, রুশিকোন্ডা বিচ, রামানাইডু ফিল্ম সিটি, কৈলাসগিরি হিলস, গালিকোন্ডা, সাবমেরিন মিউজিয়াম, এয়ারক্রাফ্ট মিউজিয়াম, ট্রাইবাল মিউজিয়াম, বোটানিকাল গার্ডেন, ওয়াটার ফলস্, বোরাকে ভস, কফি মিউজিয়াম
শুভযাত্রা ঃ ২৪শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী ২০২৩
প্যাকেজ অন্তর্ভূত
২৫শে জানুয়ারী দুপুরের খাবার থেকে ২৯শে জানুয়ারী প্রাতরাশ পর্যন্ত। সমস্ত থাকার জায়গা, সাইট সীন এর গাড়ি।

প্যাকেজ 8,450* জন প্রতি
৭দিন ৬ রাত
প্যাকেজ বহির্ভূত
সমস্ত ট্রেনের খাবার, সমস্ত এন্ট্রি ফি, নিজস্ব খাওয়া খরচ ব্যক্তিগত খরচ।
যোগাযোগ ঃ
উৎপল ঃ 92326 33899
পল্লব ঃ 78668 71439
দীপঙ্কর ঃ 9836414449
আশির্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স বনগাঁ কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা।

সবার পছন্দ নিমলি
মা এর Vaccination তো হলো এবার শাড়ি টা ?

আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

গয়েশপুর করুণাময়ী মিশনে রাখী বন্ধন ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ১২ আগষ্ট গয়েশপুর করুণাময়ী মিশনে সাড়ম্বরে পালিত হয় সম্প্রীতি ও সংহতির রাখি বন্ধন উৎসব। মিশনের প্রান্তিক নাট্যতীর্থ প্রাঙ্গনে জাতি- ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষেন এলাকার সকলের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মিশনের সদস্যরা। এরপর গয়েশপুর স্কুল সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে পথচলতি মানুষজনের হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঙ্গীতা কর, ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পি ও মিশনের অংকন শিক্ষক কিশোর মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন, নাট্য শিক্ষিকা রাখি দাস ও গয়েশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সৃষ্টি দাস ও অদ্রিত বিশ্বাসের নৃত্যশৈলী উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। মিশনের প্রান পুরুষ অনিমেষ বসাক জানান, এদিন ১৫০০ মানুষের হাতে সম্প্রীতির ও সৌভ্রাতৃত্বের রাখি পরানো হয়েছে। এরপর গত ১৫ আগষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ তম পূর্তি উৎসব যাথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন গয়েশপুর করুণাময়ী মিশন কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে স্থানীয় জিতেন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজ কর্মী অনিমেষ বসাক। মিশনের ছোট- ছোট শিক্ষার্থীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। জাতির 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষে স্বাধীনতার অমর শহীদদের স্মরনে দেশাত্ববোধক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশ করেন সংস্থার সদস্যগণ। সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন ছাড়াও বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে পড়ুয়ারা। সবশেষে জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠনের সম্পাপ্তি ঘটে।

আলো নাট্য সংস্থার রাখী বন্ধন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার অন্যতম নাট্যদল বাগনা আলো নাট্য বিগত বছরগুলির মতো এবারও গত ১২ আগষ্ট সাড়ম্বরে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেন।

এদিন সকলে সদস্যগণ সংস্থা প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর তাঁরা জাতীয় সড়ক যশোর রোডে পথচলতি মানুষজননের হাতে সম্প্রীতির রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। এরপর গত ১৩ আগষ্ট দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ (প্লাটিনাম জুবিলী) পূর্তি উপলেক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান । ১৫ আগষ্ট বেলা ১১টায় জাতির ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসে সদস্যগণ সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সংস্থার নাট্যকর্মীগণ তাঁদের নতুন প্রযোজনা স্বপ্ন নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, নানান আনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে আলো নাট্যসংস্থার রাখী বন্ধন ও আজাদী কা অমৃত মহোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

গোবরডাঙায় মুকুলিকার রাখী বন্ধন ও স্বাধীমতা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও গোবরডাঙার মুকুলিকা গানের স্কুলের সদস্যগণ রাখী বন্ধন এবং দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে। ১২ আগষ্ট সংস্থা অঙ্গনে সমবেত হয়ে সদস্যগণ একে অপরের হতে ভালোবাসার ও সৌভ্রাতৃত্বের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অনিমা মজুমদার জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবারও এলাকার পিছিয়ে পড়া সমাজের ছেলে মেয়েদের আমন্ত্রন জানানো হয়। মুকুলিকার সদস্যরা তাদের হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সকলকে মিষ্টি মুখও করানো হয়। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানে সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। পরিবেশিত হয় শ্রুতি নাটক। রাখী বন্ধন উৎসবের তাৎপর্য পাঠ করে শোনান সোমা, কবিতা আবৃত্তি করেন স্নিগ্ধা, সংগতে ছিলেন বিশিষ্ট তবলা বাদক কালাচাঁদ শীল।

সংস্থার উদ্যোগে ১৫ আগষ্ট জাতির ৭৫ তম স্বাধীনতা পূর্তি উৎসব (আজাদী কী অমৃত মহোৎসব) যথাযোগ্য মর্যাদা সহকরে পালন করা হয়। অন্যতম সংগঠক অনিমা দেবী জানান, এবারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী পাঠ প্রতিযোগিতা। নানা অনুষ্ঠানে মুকুলিকার ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গোবরডাঙায় মৃদঙ্গম এর বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা সংগঠিত করেছিল ব্লকের বিষ্ণুপুর নির্মলা প্রভা হাইস্কুলে। ১৬-২২ শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত নাট্যকর্মশালায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির ২৪ জন ছাত্র- ছাত্রী অংশগ্রহন করে । কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুনাবলী বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়।

কর্মশালার শেষ দিনে প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে কর্মশালায় প্রস্তুত 'জাগরণ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কর্মশালার সমাপ্তি দিবসে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিভাবক। সকলেই এদিন তাঁদের সন্তাদের ভিন্নভাবে আবিস্কার করেন। সপ্তাহব্যাপি অনুষ্ঠিত কর্মশালার পরিচালক ছিলেন মৃদঙ্গম নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বরুণ কর। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন গোপাল বিশ্বাস, প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু বিজয় প্রামানিক ও মনিমোহন মন্ডল।

এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যান চন্দ্র দাস, উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরনগর অনুরঞ্জন নাট্যদলের পরিচালক মিন্টু মজুমদার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, এই ধরনের কর্মশালায় পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের পড়াশুনার প্রতি আরোও আগ্রহী করে তুলবে।

তিনি তাই বিদ্যালয়ে এধরনের আরোও ওয়ার্কশপ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন বলে জানান। মৃদঙ্গম এর কর্নধার বরুণ বাবু আগামী দিনে আরো বেশি করে বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মশালা করার আশ্বাস দেন।

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।
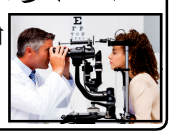
বনগাঁওতে নিয়ে এল আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের চশমার ফ্রেম এবং পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
এছাড়া সমস্ত রকমের Contact Lens পাওয়া যায়।
চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (৮৯৬৭০২৪১০৬) এই নম্বরে।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

আমাদের
অনলাইন পেজ
ফেসবুক পেজ
ইউটিউব পেজ

কম খরচে গাড়ি ভাড়া
ডাক্তার চেম্বার ভিজিট এবং স্কুল শিক্ষকদের জন্য
মাসিক বা প্রতিদিনের ভিত্তিতে

All Types Cab Rent and Driver's Service
Call us For More Info
99320 65503
91444 32783
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা (আমাদের কোন শাখা নেই)

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**